দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 11 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাটুরিয়ায় ১৫ বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

ঝুলছে তালা, ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) থেকে মো. সোহেল রানা খান

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক তলা ভবনের ৫ পাঠদান কক্ষের বিম, পিলার ও ছাদে ফাটল ধরায় স্কুলটিতে তালা দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আখতার। সেই সাথে আরো ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে ফাটল থাকায় তা বেশি ঝুঁকি হওয়ায় উপজেলা প্রকৌশলীর ছাড়পত্র নিয়ে স্কুল চালানোর পরামর্শ দিয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আখতার। স্কুলগুলো নির্মাণে নিম্নমানের কাজ করায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে ভবনগুলো। উপজেলার ৭৬টি স্কুলের মধ্যে ১৫টি স্কুলকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছে। আর ওইসব কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে ক্লাশ নেয়ার ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সাটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫টি বিদ্যালয় পাঠদানের ভবনগুলোর বিম, পিলার ও ছাদে ফাটল ধরায় এগুলো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আর এসব বিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম জীবন ঝুঁকির মধ্যে। আর বিদ্যালয় ভবনগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উপজেলার চক মধুপুর রেজিস্টার, হরগজ রেজিস্টার, হামদুলিয়া চানুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জান্নাচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাকিলাবাড়ি রেজিস্টার, ধুলট রেজিস্টার, রাজৈন্দ্র রেজিস্টার, মহিষালোহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হরগজ বাহিরচর উচ্চ বিদ্যালয়, বালিয়াটি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিল্লি মকুবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোলড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে চিঠি দিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার। হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুফিয়া আক্তার জানান, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ ফটো, ইউএনও শাহীন আখতার, শিক্ষা অফিসার সাবেরা সুলতানা ও উপজেলা প্রকৌশলী মো. জিয়াউর রহমান এসে স্কুল পরিদর্শনে আসে। এক পর্যায়ে স্কুলের ভগ্নদশা দেখে এক তলা ভবনের ৫টি কক্ষ তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এর পর থেকে হাজিপুরের একটি ক্লাব ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ আশ্রয় কেন্দ্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশ হচ্ছে। সাটুরিয়া উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার নাসরিন বেগম জানান, উপজেলার যতগুলো রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সবগুলোই মারাত্মক ঝুঁকি মধ্যে রয়েছে। নতুন ভবনের মধ্যেও বিশাল আকারে বিম ও পিলারে ফাটল ধরেছে। এসব বিদ্যালয়ের ভবনের কাজ হয়েছে নিম্নমানের। সাটুরিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাবেরা সুলতানা জানান, সাভার রানা প্লাজা ধসের পর সারাদেশে ফাটল আতঙ্ক চলছে। ওই বিষয় বিবেচনা করে সাটুরিয়ার ১৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরিদর্শন করে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে খোলা মাঠে পাঠদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সাটুরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহীন আকতার জানান, ৭৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫ বিদ্যালয়কে উপজেলা প্রকৌশলীর রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে ক্লাশ নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে একটি বিদ্যালয়ে তালা দেয়া হয়েছে।